বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের

তথ্য, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বাজেট বই

২০২১-২২ হইতে ২০২৫-২৬

বাস্তবায়নে: উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

উপদেষ্টাঃ

জনাব অ্যাডভোকেট পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ্
জাতীয় সংসদ সদস্য
২২৭- সুনামগঞ্জ -৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
জেলা প্রশাসক,সুনামগঞ্জ।

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ

-জনাব মোঃ সফর উদ্দিন
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
-জনাব মোঃ তাজ্জত খাঁন
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ ।
-জনাব মাহফুজা আক্তার রীনা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর,সুনামগঞ্জ ।

সম্পাদনায়ঃ

জনাব মোঃ সাদি উর রহিম জাদিদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর,সুনামগঞ্জ ।

কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতায়ঃ

উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল

প্রকাশকালঃ

ডিসেম্বর,২০২১

কম্পিউটার কম্পোজ ও অক্ষর বিন্যাসঃ

জনাব মোঃ এমরান কবির, সিএ, উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ ।

মুদ্রণেঃ অক্ষর মুদ্রণ অফসেট প্রেস,

জোয়াহের রাজা ট্রেড সেন্টার, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, সুনামগঞ্জ।
মোবাঃ ০১৭৭৭১৪৩২৭৭

মুখবন্ধ

জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে উপজেলা পরিষদের কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে। উপজেলা পরিষদে রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকান্ডে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ। জনপ্রতিনিধি ও কর্মদক্ষ পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের আকাংখার সাথে তাল মিলিয়ে সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা উপজেলা পর্যায়ে জনগণের চাহিদা মাফিক সেবা সরবরাহে বড় বাধা। এছাড়া উপজেলা পরিষদে সম্পদ প্রবাহের নানাবিধ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাবাসীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, সুস্থ বিনোদন এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই হচ্ছে উপজেলা পরিষদের তথা এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদ সমূহ একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠিকে সেবা প্রদান করা সহজ হবে এবং দৃশ্যমান উন্নয়ন সম্ভব হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আশাকরি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়িত হলে উপজেলা পরিষদের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনপ্রতিনিধিগণ জনহিতকর কাজে আরো গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারবেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে যে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী সহযোগীতা করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসুন আমরা সবাই মিলে এক সাথে কাজ করি এবং অত্র বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাকে একটি উন্নত উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলি।

"আমি সবসময় জনগণের পাশে ছিলাম, আছি এবং আজীবন থাকব ইনশাআল্লাহ"।

মোঃ সফর উদ্দিন
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

বাণী

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২২ হইতে ২০২৫-২৬) প্রণয়নের ব্যবস্থা করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিত কোন উন্নয়ন কাজই সার্থকতার মুখ দেখে না। এক্ষেত্রে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলা পরিষদসমূহ পরিকল্পনা প্রণয়নে এগিয়ে আসবেন এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন বিভাগের যে উদ্যোগ লক্ষ্য করেছি তাতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ একটি জনকল্যানমূলক,কার্যকর ও শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হবে।

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অ্যাডভোকেট পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ্
জাতীয় সংসদ সদস্য
২২৭- সুনামগঞ্জ -৪

বাণী

জনআকাঙ্খা বা জনগণের অংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দারিদ্র বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক জনঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় উপজেলা পরিষদ আইনেও সকল উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক স্থানীয় সমস্যা ও চাহিদার আলোকে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২২ হইতে ২০২৫-২৬) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান,ভাইস চেয়ারম্যানসহ পরিষদের সকল সদস্য এবং বিশেষ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাকে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অভিনন্দন জানাই।

আমি এ উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন)
কমিশনার
সিলেট বিভাগ, সিলেট।

বাণী

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২২ হইতে ২০২৫-২৬) প্রণয়ন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি উপজেলা পরিষদকে কার্যকর ও গতিশীল করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও বিজ্ঞানমনষ্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করতেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটি ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপজেলা পর্যায়ে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমি বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। এই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সার্বিক সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
জেলা প্রশাসক
সুনামগঞ্জ।

বাণী

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের ওপর একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২২ হইতে ২০২৫-২৬) প্রণয়নের ব্যবস্থা করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। সরকার গ্রাম বাংলার জনগণের জীবন মানের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র দূরীকরণ সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচীভূক্ত। গ্রামীণ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাস করণের জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রে বিকাশ অপরিহার্য। জনগণ যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অগ্রাধিকার চিহ্নিত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজেরা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও তাদের ন্যায্য প্রাপ্য সম্পদ পেতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবেই তারা তাদের নিজ দায়িত্ব ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যথাযথভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আশাকরি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটিতে বিশ্বম্ভরপুরের স্থানীয় জনগণের আশা আকাঙ্খা ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটেছে এবং এটি বাস্তবায়নে সবাই এগিয়ে আসবেন।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার, সুনামগঞ্জ

সম্পাদকীয়

দূরদর্শী পরিকল্পনা প্রণয়ন উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সীমিত সম্পদের বিপরীতে বিপুল চাহিদা ও জন আকাংখার সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সত্যিই কঠিন কাজ। পঞ্চবার্ষিকীর লক্ষ মাত্রার প্রতি নজর রেখে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির কাংখিত ব্যবহার নিশ্চিত করনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে জিও-এনজিও পার্টনারশীপ, বেসরকারী উদ্যোগের সহায়তা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয়। আগামী পাঁচ বছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দূর্যোগ প্রতিরোধ্য অবকাঠামো ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাকে জাতীয় মান অর্জনে লাইন ডিপার্টমেন্টের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিনির্মাণে জনপ্রতিনিধি, সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের যৌথ প্রয়াস আমাদের এই পুস্তিকা।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তথ্য ও বাজেট সহযোগী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা ও সম্পদকে সম্পূরক পরিকল্পনা ও বাজেট হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে; যা একটি কার্যকর ও জনবান্ধব উদ্যোগ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা, বাজেট ও প্রকল্প প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

বাংলাদেশ সংবিধানে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুত করণের ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় ও উন্নয়খাতে তা ব্যয়ের মাধ্যমে জনগণের জীবন মান উন্নয়নের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতেই উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করনে উপজেলা পরিষদ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মাদক নিয়ন্ত্রণ, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কৃষক, শিক্ষক, ছাত্র, কাজী অভিভাবক, ব্যবসায়ী নারী উদ্যোক্তা, জনপ্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারী কর্মী গণমাধ্যমের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ওর্য়াকশপ সম্পন্ন করেছে। উক্ত ওয়ার্কশপে উঠে আসা মতামত, পরামর্শ ও চাহিদাকে প্রাদান্য দেয়া হয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

তথ্য প্রযুক্তির সুফল প্রান্তিক জনগনের নিকট পৌঁছে দেবার লক্ষে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের আধুনিকায়নসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রবৃদ্ধির জন্য বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। সবশেষে এই পুস্তক প্রণয়ণে তথ্য, উপাথ্য, চিত্র পরামর্শ প্রদান করে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, গণমাধ্যমকর্মী, এনজিও কর্মী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, কৃষক, মৎস্যজীবিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমাদের এই কর্মপরিকল্পনার বছর ভিত্তিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার উন্নয়ন তরান্বিত হবে এ আশা রাখছি।

মোঃ সাদি উর রহিম জাদিদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	প্রথম অধ্যায় :	পৃষ্ঠা
০১	কভার পেইজ	
০২	প্রকাশনা সংক্রান্ত পাতা (প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী/সদস্যসের নাম, উপদেষ্টাগণের নাম/সম্পাদনা/সমন্বয়কারী/প্রতিবেদন প্রকাশ কাল, ডিজাইন এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের নাম	
০৩	মুখবন্ধ	
০৪	বাণী	
	সূচিপত্র	
০১	উপজেলা পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৩-১৭
০২	উপজেলা পরিষদের সম্পদ মানচিত্র	১৮-২৩
০৩	উপজেলা পরিষদের মৌলিক তথ্যসমূহ	২৪
	দ্বিতীয় অধ্যায় : হস্তান্তরিত দপ্তরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	
০১	উপজেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা এবং কার্যক্রম ও সম্পদ মানচিত্র	২৫-২৮
০২	হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের ০৩ বছরের আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ	২৯-৬৭
০৩	খাতভিত্তিক কার্যক্রম (রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার করে বাস্তায়িত কার্যক্রম)	
০৪	সেক্টর ভিত্তিক হস্তান্তরিত বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	
০৫	উপজেলার আওতাধীন সকল ইউনিয়ন ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম	৬৭-৯৩
	৩য় অধ্যায় : বাজেট বিবরণী	
০১	উপজেলা পরিষদের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০২০-২০২১)	৯৪-১০২
০২	উপজেলা পরিষদের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০২১-২০২২)	
০৩	উপজেলা পরিষদের ৩ বছরের রাজস্ব তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ	
০৪	উপজেলা পরিষদের ৩ বছরের উন্নয়ন তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ	
	চতুর্থ অধ্যায় : মূল্যায়ন ও তথ্য চিত্র	
০১	প্রকল্প/স্কিম মূল্যায়ন পদ্ধতি	১০২-১০৫
০২	সুশাসন নিশ্চিত করার পদ্ধতি	
০৩	উপজেলা পরিষদের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের নাম পদবী ও মোবইল নম্বর	
০৪	উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের নাম পদবী ও মোবইল নম্বর	
০৫	উপজেলার জনপ্রতিনিধিগণের নাম ও পদবীসহ মোবইল নম্বর	
০৬	১৭ টি বিভাগীয় কমিটির সদস্যদের তালিকা	
০৭	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা ক্যাপসনসহ উন্নয়ন কর্মকান্ডের ছবি	
	পঞ্চম অধ্যায় : সংযুক্তি (বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী)	
০১	উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী	১০৬-১১৪
০২	উপজেলা পরিষদের বিভাগীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী	
০৩	এনজিও'র তথ্যাদি	
	ষষ্ঠ অধ্যায় : অডিট রিপোর্ট	
০১	উপজেলা পরিষদের গত তিন বছরের অডিট রিপোর্ট ও নিস্পত্তি কার্যক্রম	১১৫
	সপ্তম অধ্যায় : পরিপত্র ও অফিস আদেশ	১১৫-১১৬
	অষ্টম অধ্যায় : বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ছবি	১১৭-১২০

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ

অর্থায়নে: উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাস্তবায়িত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

অর্থায়নে: উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিচিতি:

ভৌগলিক পরিচিতিঃ	
ভৌগলিক পরিচিতিঃ	উত্তরে- ভারতের মেঘালয় প্রদেশ, দক্ষিনে- সুনামগঞ্জ সদর ও জামালপুর উপজেলা পূর্বে- ভারতের মেঘালয় ও সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা, পশ্চিমে- জামালগঞ্জ ও তাহিরপুর উপজেলা।
উপজেলার পটভূমিঃ	সম্ভাবনাময় অথচ পশ্চাৎপদ হাওড়-বাওরে ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের (খাসিয়া/জৈন্তা অংশ) পাদদেশে অবস্থিত যা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি অপরুপ সৌন্দর্যে ও পাখীর কলরবে মুখরিত। উত্তরাংশে উঁচু ভূমি আর দক্ষিনাংশে হাওড় এই উপজেলাকে দিয়েছে এক বৈচিত্রময় সৌন্দর্য। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান ছাড়াও হাজং, গারো, মনিপুরি, ত্রিপুরা সহ কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজন পাহাড়ের পাদদেশে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে। বিশ্বম্ভরপুর ও তাহিরপুর উপজেলার সংযোগস্থলে যাদুকাটা নদীর তীরে প্রতি বছর চৈত্র মাসে বসে বারুনী মেলা ও শাহ আরেফিন ফকিরের আস্তানায় আসে অসংখ্য ভক্ত, লক্ষ হিন্দু-মুসলিমের পদধূলিতে মুখরিত হয়ে উঠে এ অঞ্চল। বাংলাদেশের ৩০টি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে এই উপজেলা ২১ ও ২২ কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত এবং মাটি অত্যন্ত অম্ল। ধান এ উপজেলার প্রধান ফসল হলেও চিনাবাদাম, শাকসবজি, আলু, গম, মিষ্টি আলু ইত্যাদি ফসল আবাদ হয়ে থাকে। এছাড়া উদ্যান ফসল যেমন- লেবু, কমলালেবু, লিচু, আনারস সহ নানাবিধ প্রচলিত ফল এবং মসলা জাতীয় ফসল যেমন- আদা, হলুদ, গোল মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা সহ মহামূল্যবান আগর চাষের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান সম্পদ হচ্ছে- ধান, সবজি, মাছ, পাথর আর বালু। কৃষি নির্ভর শিল্প কারখানা স্থাপনের অফুরন্ত সম্ভাবনা থাকা সত্বেও যথোপযুক্ত উদ্যোগের অভাবে তা গড়ে উঠেনি। সামাজিক ও ব্যক্তি উদ্যোগে যথেষ্ট আত্ম কর্মসংস্থান মূলক কর্মকান্ড গ্রহণ না করায় এখানকার অনেক লোককেই বেকার বা অলস সময় কাটাতে হয়। এখানকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভূমির মালিক প্রবাসী জীবন যাপন বা অন্য পেশায় নিয়োজিত বলে বর্গা চাষীদের ওপর কৃষি কাজে নির্ভরশীলতা বেশি যা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসানের অন্তরায়। উপজেলার হাওড়-বাওর দক্ষিনাংশে আর উত্তরাংশে উঁচু ভূমি বেশিরভাগ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর তুলনামূলকভাবে নিচে ও শক্ত পাথরযুক্ত, তাই সেচ ব্যবস্থা অপ্রতুল। বর্ষা মৌসুমে অথৈ পানি থাকলেও খরা মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপুল পরিমান জমি অনাবাদী থাকে। সেচ কার্যক্রমের মাধ্যমে যা চাষের আওতায় আনা যেতে পারে।
ইউনিয়ন সমূহঃ	১। সলুকাবাদ (আয়তন) ঃ ৬২.০০ বর্গ কিঃমিঃ ২। ধনপুর (আয়তন) ঃ ৫৮.০০ বর্গ কিঃমিঃ ৩। পলাশ (আয়তন) ঃ ৪৫.০০ বর্গ কিঃমিঃ ৪। বাদাঘাট (দঃ) (আয়তন) ঃ ৩৭.০০ বর্গ কিঃমিঃ ৫। ফতেপুর (আয়তন) ঃ ৪৭.০০ বর্গ কিঃমিঃ
উপজেলার ঐতিহ্যঃ	সুনামগঞ্জ জেলার সবচেয়ে নিকটবর্তী উপজেলা বিশ্বম্ভরপুর। ২৪৯ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই উপজেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিনে সুনামগঞ্জ সদর ও জামালগঞ্জ, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা সদর, পশ্চিমে তাহিরপুর উপজেলা। ২০১১খ্রিঃ আদম শুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা ১,৫৬,৩৮১ জন (পুরুষ-৭৮,১৭৫জন ও মহিলা- ৭৮,২০৬ জন)। ইউনিয়ন ০৫টি, গ্রাম- ১০৮টি, মৌজা- ৬০টি, খানা- ২৯,৩৬৬টি, এক ফসলি জমি-১৫,৩৭২ হেক্টর, দুই ফসলি জমি- ১৬,৪০৪ হেক্টর, তিন ফসলি জমি- ৫,৬০৬ হেক্টর। উপজেলা পরিষদের নিজস্ব ভূমি ১০ একর ৭৩ শতাংশ এবং থানার নিজস্ব ভূমি ৩ একর। প্রাচীন কালে এখানে জনবসতি ছিল খুবই কম। গভীর বন জঙ্গল, দুর্গম হাওর ও খালবিল বেষ্টিত উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো খাসিয়া পাহাড় মেঘালয় ও গভীর বন জঙ্গল থাকায় এখানে বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, হরিণ, বানর সহ বন্য পশু পাখীতে ভরপুর ছিল। হাওর গুলো ছিল গভীর এবং নদীগুলো ছিল খরস্রোতা। ছিল প্রচুর মৎস সম্পদ এবং নল, খাগরা, হিজল করচ, কছম গাছ ঝড়া বন ইত্যাদি। পশু পাখি মৎস সহ জীব বৈচিত্র ছিল নৈসগ্রিক সুন্দর, পাহাড় থেকে নেমে আসা দামালিয়া, পুরাণ ঝাদুকাটা, ঘটঘটিয়া, রক্তি, ভলূরা চলতি নদী ইত্যাদি নদীগুলো খরস্রোতা ছিল। বৃহৎ খরচার হাওর, আঙ্গারলী সনার হাওর, দুমপুর, চাতল, কেঞ্চির গড়, বড়ডোয়ার ইত্যাদি হাওর জলাশয়ে প্রচুর ধান উৎপাদন হতো ও মৎস সম্পদ আহরন করা হতো। কালক্রমে নদী হাওর গুলো পাহাড় থেকে নেমে আসা বালুকারাশিতে ভরে যাচ্ছে। এর উল্লেখযোগ্য কারন পাহাড়ের বন জঙ্গল উজার হয়ে যাওয়ায় ঢলের পানিতে অতি সহজেই বালি, মাটি এসে ভরাট হচ্ছে। ১৭৫৭ খ্রিঃ বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এই অঞ্চলে লোকজন আসতে শুরচ করে। এমনি অবস্থায় বর্তমান বিশ্বম্ভরপুর গ্রামে জনশূন্যহীন বিশ্বম্ভর নামে জনৈক ব্যক্তি আশ্রয় নেয়। খড়েড় ঝুপরিতে বসবাস করতে থাকে এবং গাছতলায় সকাল সন্ধ্যা বিশ্বম্ভর দেবতার পূজা করে। বিশ্বম্ভর হচ্ছে সনাতন হিন্দু ধর্মের শ্রী শ্রী শিবের অপর নাম। আশ্রিত বিশ্বম্ভরকে অনুসরন করে এখানে আরো লোকজন বসবাস শুরু করে। আশ্রিত বিশ্বম্ভর ও বিশ্বম্ভর দেবতাকে কেন্দ্র করে বিশ্বম্ভরপুর গ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যাপক হারে লোকজন এসে বন জঙ্গল পরিষ্কার করে পতিত জায়গায় বসতী স্থাপন করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন কৃষি উৎপাদন ও চাষাবাদ করতে থাকে। এসময় আদি বসতী স্থানীয়রা বহিরাগতদের বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করে। ১৯৪৭ খ্রিঃ পাক-ভারত ভাগাভাগী হওয়ার পর বৃহৎ পলাশ ইউনিয়ন (বর্তমান পলাশ, ধনপুর, সলুকাবাদ ইউনিয়ন) ছিল সুনামগঞ্জ থানার অন্তর্গত। বাদাঘাট(দঃ) ইউনিয়ন ছিল তাহিরপুর থানার অন্তর্গত এবং ফতেপুর ইউনিয়ন ছিল জামালগঞ্জ থানার অন্তর্গত। এক পর্যায়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এ অঞ্চলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাবে আইন শৃংখলা রক্ষা ছিল খুবই দুর্বল। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানিয় জলের ব্যবস্থা, যোগাযোগ উন্নয়ন সহ মৌলিক চাহিদা থেকে মানুষ বঞ্চিত ছিল। জনসাধারন কৃষি উৎপাদন, মৎস, পশু-পাখি শিকার করে এবং বন জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করত। কালক্রমে মানুষের জীবন যাত্রার মান পরিবর্তন হতে থাকে। জনসংখ্যা

উপজেলা পরিষদের আওতাধীন এডিপি তহবিল ও ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে বস্তবায়নযোগ্য
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬
(অর্থ বছর ভিত্তিক অগ্রধিকার প্রাপ্ত এবং সুপারিশকৃত প্রকল্প তালিকা)

ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	প্রকল্প/স্কিম এর নাম	আনুমানিক প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	অর্থের সম্ভাব্য উৎস্য	বাস্তবায়নের সময়	উন্নয়ন বিধি অনুসারে খাত
১	১-৯	ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করণে গ্রাম ভিত্তিক মা সমাবেশ	২০০০০০	জাইকা	২০২১-২০২২ ২০২৫-২০২৬	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
২	১-৯	স্থায়ী কমিটি কর্তৃক বিদ্যালয় পরিদর্শন	২০০০০০	এডিপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৩	১-৯	বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝড়ে পড়া রোধ কল্পে অভিভাবকদের সচেতন করনে সভা করা	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৪	১-৯	ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৫	১-৯	ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উন্নয়ন/মাটি ভরাট	২০০০০০	টিআর	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৬	১-৯	বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ	৩০০০০০	এডিপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৭	১-৯	সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	২০০০০০	এডিপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৮	১-৯	৫টি ইউনিয়নের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন	২০০০০০	এডিপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৯	১-৯	বয়স্ক নারী শিক্ষা উন্নয়নে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন	২০০০০০	এডিপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
১০	১-৯	সকল ওয়ার্ডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে ৩০টি নলকূপ	২০০০০০	এডিপি	ঐ	স্বাস্থ্য ও
১১	১-৯	সকল ওয়ার্ডে হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে ৪৫০ সেট স্যানেটারী রিং স্ল্যাব সরবরাহ।	২০০০০০	এডিপি	ঐ	স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন
১২	১-৯	প্রতিটি ওয়ার্ডে স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা	৪৫০০০০	জাইকা	ঐ	স্বাস্থ্য ও
১৩	১-৯	পরিবেশ উন্নয়নের বাড়ির আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
১৪	১-৯	ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ রোপনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
১৫	১-৯	বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ রোপনে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আগ্রহী করা	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
১৬	১-৯	হিজল করছ বাগানের পরিচর্যা এবং মজা পুকুর খনন	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
১৭	১-৯	ইউনিয়নের হত দরিদ্র লোকের মধ্যে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ	২০০০০০	এডিপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
১৮	১-৯	বিভিন্ন জামে মসজিদের পার্শ্বে বৃক্ষরোপন	২০০০০০	এডিপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
১৯	১-৯	ইউনিয়ন পরিষদে বৃক্ষমেলার আয়োজন করা	২০০০০০	এডিপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
২০	১-৯	ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যা করা	২০০০০০	এলজিএসপি/	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
২১	১-৯	হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে সার ও বীজ বিতরণ।	২০০০০০	এডিপি/	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
২২	১-৯	মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর মৎস্য চাষীদের	২০০০০০	এডিপি/	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
২৩	১-৯	ইউনিয়নের মজা ও ডোবা পরিষ্কার করে মাছ চাষের উপযোগীকরণ।	২০০০০০	এডিপি/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
২৪	১-৯	আধুনিক চাষাবাদের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	২০০০০০	এডিপি/	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
২৫	১-৯	প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষি সামগ্রী বিতরণ।	২০০০০০	এডিপি/	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
২৬	১-৯	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন বিতরণ।	২০০০০০	এডিপি/	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
২৭	১-৯	হাঁস,মুরগী,গরু,ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	২০০০০০	জাইকা	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
২৮	১-৯	মৎস্য চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে মাছের পোনা সরবরাহ।	২০০০০০	এডিপি/এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
২৯	১-৯	বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ।	২০০০০০	এডিপি/	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৩০	১-৯	হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে হাঁস,মুরগী,গরু,ছাগল	২০০০০০	এডিপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৩১	১-৯	কৃষি জমিতে সেচ এবং ফসল উত্তোলনের সুবিধার্থে হাওরে ১০টি নতন জাঙ্গাল নির্মাণ	২০০০০০	এডিপি/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৩২	১-৯	কৃষি জমিতে সেচ এবং ফসল উত্তোলনের সুবিধার্থে করচার হাওরে ১০টি পুরাতন জাঙ্গাল উচুকরন	২০০০০০	এডিপি/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৩৩	১-৯	কৃষি জমিতে সেচ এবং ফসল উত্তোলনের সুবিধার্থে নোহাল ১০টি নতুন জাঙ্গাল নির্মাণ	২০০০০০	এডিপি/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ

৩৪	১-৯	কৃষি জমিতে সেচ এবং ফসল উত্তোলনের সুবিধার্থে খরচার হাওরে ১০টি পুরাতন জাঙ্গাল উচুকরন	২০০০০০	এডিপি/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৩৫	১-৯	সকল ওয়ার্ডে কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন হাওরে রিং পাইপ দ্বারা ফসল রক্ষাকরণ	২০০০০০	এডিপি/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৩৬	১-৯	সকল ওয়ার্ডে গরীব ও অসহায় মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ	১৮০০০০	এলজিএসপি/ ইউপিজিপি	ঐ	মানব সম্পদ
৩৭	১-৯	সকল ওয়ার্ডে বিভিন্ন ভাঙ্গায় সাকু নির্মাণ	১০০০০০০	দাতা সংস্থা/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ

৩৪	১-৯	কৃষি জমিতে সেচ এবং ফসল উত্তোলনের সুবিধার্থে খরচার হাওরে ১০টি পুরাতন জাঙ্গাল উচুকরন	২০০০০০	এডিপি/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৩৫	১-৯	সকল ওয়ার্ডে কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন হাওরে রিং পাইপ দ্বারা ফসল রক্ষাকরণ	২০০০০০	এডিপি/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৩৬	১-৯	সকল ওয়ার্ডে গরীব ও অসহায় মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ	১৮০০০০	এলজিএসপি/ ইউপিজিপি	ঐ	মানব সম্পাদ
৩৭	১-৯	সকল ওয়ার্ডে বিভিন্ন ভাঙ্গায় সাকু নির্মাণ	১০০০০০০	দাতা সংস্থা/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৩৮	১-৯	সকল ওয়ার্ডে জনচলাচলের জন্য সুবিধা অনুযায়ী সকল রাস্তা নির্মাণ/পাকাকরণ	১৫০০০০	দাতা সংস্থা/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৩৯	১-৯	সকল ওয়ার্ডে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় স্থানে ঘাটলা নির্মাণ	১৭০০০০	দাতা সংস্থা/ এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৪০	১-৯	সকল ওয়ার্ডের কবরস্থানে মাটি ভরাট	৩০০০০০	টিআর/ কাবিখা	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৪১	১-৯	সকল মসজিদ উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন	৫০০০০	টিআর/ কাবিখা	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
৪২	১-৯	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।	৫০০০০	এডিপি	ঐ	মানব সম্পদ
৪৩	১-৯	ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সমাজ কল্যাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক	২০০০০	জাইকা	ঐ	মানব সম্পদ
৪৪	১-৯	ইউনিয়নে যৌতুক প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক	৫০০০০	জাইকা	ঐ	মানব সম্পদ
৪৫	১-৯	দূর্যোগ বিষয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনগণকে	২০০০০	জাইকা	ঐ	মানব সম্পদ
৪৬	১-৯	ইউনিয়নের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা।	৫০০০০	এডিপি	ঐ	মানব সম্পদ
৪৭	১-৯	যৌতুক প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক নাটিকা মঞ্চায়ন।	৫০০০০	এডিপি	ঐ	মানব সম্পদ
৪৮	১-৯	ইউনিয়নের ক্রীড়া সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী	৫০০০০	এডিপি	ঐ	মানব সম্পদ
৪৯	১-৯	মাতৃত্ব ভাতাভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	৫০০০০	জাইকা	ঐ	মানব সম্পদ
৫০	১-৯	বন্যাদূর্গতদের মধ্যে শুকনা খাবার বিতরণ।	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	মানব সম্পদ
৫১	১-৯	শিশু জন্মের ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বিনামূল্যে জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ।	১০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	মানব সম্পদ
৫২	১-৯	বন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ ৫০টি বসতভিটা উচুঁকরণ	৯০০০০০	দাতা সংস্থা	ঐ	মানব সম্পদ
৫৩	১-৯	ইউনিয়নের হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন প্রশিক্ষন শেষে সেলাই মেশিন বিতরণ	১৫০০০০	এলজিএসপি	ঐ	মানব সম্পদ
৫৪	১-৯	৫টি ইউনিয়ন পরিষদে অতি দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় গর্ভবতি মহিলাদের যোগাযোগের জন্য একটি ওয়াটার এম্বুল্যান্স ক্রয়	১৬৭৪৪২	এডিপি	ঐ	স্বাস্থ্য
৫৫	০৩	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	৬০০০	এডিপি	ঐ	শিক্ষা ও অবকাঠামো
৫৬	১-৯	৫টি ইউনিয়ন পরিষদে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষন	৫০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি
৫৭	১ ও ৩	রাস্তায় গ্রহণযোগ্য ফলদ, বণজ ও ভেষজ গাছ রোপন	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি
৫৮	১-৯	৫টি ইউপিতে বিভিন্ন গ্রামে অতি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ১০০টি রিং স্লাভ বিতরণ	১৫০০০০	এডিপি	ঐ	স্যানিটেশন
৫৯	১-৯	৫টি ইউপিতে অতি দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে ১৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ	১৮০০০০	এডিপি	ঐ	সমাজ সেবা
৬০	১-৯	ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করণে গ্রাম ভিত্তিক মা সমাবেশ	২০০০০০	জাইকা	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৬১	১-৯	স্থায়ী কমিটি কর্তৃক বিদ্যালয় পরিদর্শন	২০০০০০	এডিপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৬২	১-৯	বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝড়ে পড়া রোধ কল্পে অভিভাবকদের সচেতন করনে সভা করা	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৬৩	১-৯	ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

৬৪	১-৯	ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উন্নয়ন/মাটি ভরাট	২০০০০০	টিআর	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৬৫	১-৯	বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরন	৩০০০০০	টিআর	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৬৬	১-৯	সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	২০০০০০	টিআর	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৬৭	১-৯	৫টি ইউনিয়নের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন	২০০০০০	টিআর	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৬৮	১-৯	বয়স্ক নারী শিক্ষা উন্নয়নে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
৬৯	১-৯	সকল ওয়ার্ডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে ৩০টি নলকূপ স্থাপন	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন
৭০	১-৯	সকল ওয়ার্ডে হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে ৪৫০ সেট স্যানেটারী রিং স্লাব সরবরাহ।	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন
৭১	১-৯	প্রতিটি ওয়ার্ডে স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ।	৪৫০০০০	নিজস্ব	ঐ	স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন
৭২	১-৯	পরিবেশ উন্নয়নের বাড়ির আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
৭৩	১-৯	ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ রোপনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
৭৪	১-৯	বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ রোপনে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আগ্রহী করা	২০০০০০	জাইকা	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
৭৫	১-৯	হিজল করছ বাগানের পরিচর্যা এবং মজা পুকুর খনন	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
৭৬	১-৯	ইউনিয়নের হত দরিদ্র লোকের মধ্যে বিনামূল্যে গাছের	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
৭৭	১-৯	বিভিন্ন জামে মসজিদের পার্শ্বে বৃক্ষরোপন	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
৭৮	১-৯	ইউনিয়ন পরিষদে বৃক্ষমেলার আয়োজন করা	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
৭৯	১-৯	ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যা করা	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
৮০	১-৯	হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে সার ও বীজ বিতরণ।	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৮১	১-৯	মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ।	২০০০০০	জাইকা	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৮২	১-৯	ইউনিয়নের মজা ও ডোবা পরিষ্কার করে মাছ চাষের উপযোগীকরণ।	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৮৩	১-৯	আধুনিক চাষাবাদের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	২০০০০০	জাইকা	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৮৪	১-৯	প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষি সামগ্রী বিতরণ।	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৮৫	১-৯	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন বিতরণ।	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৮৬	১-৯	হাঁস,মুরগী,গরু,ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	২০০০০০	নিজস্ব	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৮৭	১-৯	মৎস্য চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে মাছের পোনা সরবরাহ।	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৮৮	১-৯	বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ।	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৮৯	১-৯	হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে হাঁস,মুরগী,গরু,ছাগল বিতরণ।	২০০০০০	এডিপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৯০	১-৯	কৃষি জমিতে সেচ এবং ফসল উত্তোলনের সুবিধার্থে খরচার হাওরে ১০টি নতুন জাঙ্গাল নির্মাণ	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৯১	১-৯	কৃষি জমিতে সেচ এবং ফসল উত্তোলনের সুবিধার্থে খরচার হাওরে ১০টি পুরাতন জাঙ্গাল উচুকরন	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৯২	১-৯	কৃষি জমিতে সেচ এবং ফসল উত্তোলনের সুবিধার্থে খরচার ১০টি নতুন জাঙ্গাল নির্মাণ	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৯৩	১-৯	কৃষি জমিতে সেচ এবং ফসল উত্তোলনের সুবিধার্থে খরচার হাওরে ১০টি পুরাতন জাঙ্গাল উচুকরন	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৯৪	১-৯	সকল ওয়ার্ডে কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন হাওরে রিং পাইপ দ্বারা ফসল রক্ষাকরণ	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৯৫	১-৯	সকল ওয়ার্ডে গরীব ও অসহায় মহিলাদের সেলাই	১৮০০০০	এলজিএসপি	ঐ	মানব সম্পাদ
৯৬	১-৯	সকল ওয়ার্ডে বিভিন্ন ভাঙ্গায় সাকু নির্মাণ	১০০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৯৭	১-৯	সকল ওয়ার্ডে জনচলাচলের জন্য সুবিধা অনুযায়ী সকল রাস্তা নির্মাণ/পাকাকরণ	১৫০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ

৯৮	১-৯	সকল ওয়ার্ডে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় স্থানে ঘাটলা নির্মাণ	১৭০০০০	এলজিএসপি	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
৯৯	১-৯	সকল ওয়ার্ডের কবরস্থানে মাটি ভরাট	৩০০০০০	টিআর	ঐ	কৃষি ও যোগাযোগ
১০০	১-৯	সকল মসজিদ উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন	৫০০০০	টিআর	ঐ	পরিবেশ উন্নয়ন
১০১	১-৯	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।	৫০০০০	জাইকা	ঐ	মানব সম্পদ
১০২	১-৯	ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সমাজ কল্যাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক	২০০০০	নিজস্ব	ঐ	মানব সম্পদ
১০৩	১-৯	ইউনিয়নে যৌতুক প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক	৫০০০০	জাইকা	ঐ	মানব সম্পদ
১০৪	১-৯	দূর্যোগ বিষয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনগণকে	২০০০০	জাইকা	ঐ	মানব সম্পদ
১০৫	১-৯	ইউনিয়নের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা।	৫০০০০	টিআর	ঐ	মানব সম্পদ
১০৬	১-৯	যৌতুক প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক নাটিকা মঞ্চায়ন।	৫০০০০	জাইকা	ঐ	মানব সম্পদ
১০৭	১-৯	ইউনিয়নের ক্রীড়া সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী	৫০০০০	এডিপি	ঐ	মানব সম্পদ
১০৮	১-৯	মাতৃত্ব ভাতাভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	৫০০০০	এডিপি	ঐ	মানব সম্পদ
১০৯	১-৯	বন্যাদূর্গতদের মধ্যে শুকনা খাবার বিতরণ।	২০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	মানব সম্পদ
১১০	১-৯	শিশু জন্মের ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বিনামূল্যে জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ।	১০০০০০	এলজিএসপি	ঐ	মানব সম্পদ
১১১	১-৯	বন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ ৫০টি বসতভিটা উচুঁকরণ	৯০০০০০	জাইকা	ঐ	মানব সম্পদ
১১২	১-৯	ইউনিয়নের হত দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন প্রশিক্ষন শেষে সেলাই মেশিন বিতরণ	১৫০০০০	এলজিএসপি	ঐ	মানব সম্পদ

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়: ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬

(১) ৫(পাঁচ) বৎসর অন্তর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া পরিষদের সভায় উহা অনুমোদন করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের পূর্ববর্তী ফেব্রুয়ারি মাসে পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করিয়া উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ওয়ার্ড সভায় প্রেরণ করিবে এবং ওয়ার্ড সভার মতামতের ভিত্তিতে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে খসড়া চূড়ান্ত করিতে হইবে।

(৩) ৩১ মার্চের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা খসড়া পরিষদেও সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং পরিষদ সংশোধনসহ বা সংশোধেন ব্যতীত উহা অনুমোদন করিবে।

(৪) পরিকল্পনা যে কোনো সংশোধেনী বা অন্তর্ভূক্তি ক্ষেত্রে পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(৬) পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি গঠন ও উহার কার্যপদ্ধতি।- (১) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক) পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য ,যিনি ইহার আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) পরিষদের সচিব,যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন; এবং

(গ) পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ।

(২) পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিটি নিম্নবর্ধিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথা:-

(ক) ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে জনসংযোগ ও জনসাধারনের মতামত গ্রহণ :

(খ) প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ওকারিগরি বিশ্লেষণ;

(গ) তালিকা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ণয়;

(ঘ) স্থায়ী কমিটির নিকট হইতে বিভাগীয় বা সেক্টরভিত্তিক ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ।

(৩) তালিকা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় উন্নয়নমূলক সেবা ওঅর্থনৈতিক কার্যক্রমের চাহিদা বা সামাজিক সমস্যা বা স্থানীয় দাবীসমূহ বিবেচনা করিতে হইবে।

(৪) ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং সরকারি বিভাগ বা দপ্তরের মাধ্যমে যে সকল প্রকল্প বা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রহিয়াছে এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে সে সকল বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিবে এবং বেসরকারি সংস্থা(এনজিও) স্থানীয়ভাবে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতেছে সে সম্পর্কেও তথ্যাবলি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাক্কলে কমিটি বিবেচনা করিবে।

৭। উন্নয়ন পরিকল্পনা রেজিস্টার সংরক্ষণ ও ব্যবহার ।

(১) উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তফসিলের নমুনা অনুযায়ী একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে , যাহা উন্নয়ন পরিকল্পনা রেজিস্টার নামে অভিহিত হইবে।

(২) পরিষদের নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে কোনো প্রকল্প বা কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প বা কার্যক্রম হইতে প্রকল্প বা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইতে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা রেজিস্টার অন্তর্ভূক্ত নাই এমন কোনো প্রকল্প বা কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) জরুরীভিত্তিতে বিশেষতঃ দুর্যোগ মোকাবিলার নিমিত্ত জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইলে, সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সুপারিশ ও পরিষদের অনুমোদনক্রমে, উক্ত কার্যক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনা রেজিস্টারে তাৎক্ষণিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(৪) উন্নয়ন পরিকল্পনা রেজিস্টার অবকাঠামো, যেমন- সড়ক, পুল,কালর্ভাট, নদী,খাল,বিল এবং ভবনাদি নির্মাণ বা সংস্কার ইত্যাদির জন্য মানচিত্রের ব্যবহার করিতে হইবে।